ভোরের কাগজ

০৭/৮/২০০৭

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টা, বেসরকারি শিক্ষকদের মান বাঁচান

বাংলাদেশের আর দশজন চাকরিজীবীর মতো বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীগণও মানুষ। তাদেরও রয়েছে বৃদ্ধ পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তান ও ভাই-বোন। বেতন-ভাতার সরকারি অংশের ওপরই তাদের অধিকাংশ (বিশেষ করে গ্রামের) নির্ভরশীল। মে মাসের বেতন ভাতার টাকা জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে উত্তোলন করেছিলাম। জুন মাসের বেতনভাতা আগস্ট মাসের শেষেও পাইনি, পাওয়ার সম্ভাবনাও দেখছি না। দেশের বিবেকবান মানুষ হিসেবে সংশ্লিষ্টদের চিন্তা করে দেখতে অনুরোধ করি, আমরা সংসার চালাই কিভাবে, পরিবার-পরিজন, কর্জদার, দোকানদারদের কাছে আমরা কতোটুকু ছোট হয়ে আছি।

ধার-কর্জ করে কতোদিন চলা যায়, ধার-কর্জের টাকা কখন দিতে পারবো বলতে পারি না। দোকনদার, কর্জদার গালমন্দ করে, টাউট, বাটপার বলে। সন্তানের, ছোট ভাই-বোনদের স্কুল, কলেজের বেতন সময়মতো দিতে পারি না। এরচেয়ে লজ্জার আর কি আছে?

২/৩ মাস পর এক মাসের বেতন ভাতা প্রদান করা এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের বেতন ভাতার টাকা প্রদান করলে মান-ইজ্জত নিয়ে বাঁচতে পারতাম কিছুটা হলেও।

গ্লানিকর এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শিক্ষা ও অর্থ উপদেষ্টার সহানুভূতি একান্তভাবে প্রার্থনা করছি।

মিছবাহউদ্দিন
পাইকপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।